ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য

বনাম

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব

(২০২১ সালের সিভিল আপিল নম্বর (গুলি) ১৭-১৮)

জানুয়ারী ০৫, ২০২১

[এল. নাগেশ্বর রাও, হেমন্ত গুপ্ত এবং অজয় রাস্তোগি, বিচারপতিগন]

পরিষেবা আইনঃ ব্যাংক পরিষেবা - তহবিলের অপব্যবহার - চাকরি থেকে বরখাস্ত - তদন্ত কর্মকর্তা তার তদন্ত প্রতিবেদনে লক্ষ্য করেছেন যে বিবাদী অপরাধী আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও নথি বা সাক্ষী উপস্থাপন করেননি এবং এমনকি তার পছন্দের প্রতিনিধি দ্বারা তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য কখনও অনুরোধ করেননি - তদন্ত কর্মকর্তা সমস্ত অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখেন যে অভিযোগ ২ থেকে ৭ প্রমাণিত হয়েছে যখন অভিযোগ নং ১ প্রমাণিত হয়নি - শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্তের রেকর্ড পুনর্বিবেচনা করেছেন এবং অভিযোগ নং ২-৭ এর ক্ষেত্রে সত্যের সন্ধান বহাল রেখে অভিযোগ নং ১ এর বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং অভিযোগ নং ১ প্রমাণিত হয়েছে - আপিল কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন এবং বরখাস্তের শাস্তি নিশ্চিত করেছেন - হাইকোর্ট বরখাস্তের শাস্তি বাতিল করেছেন এই বলে যে অভিযোগ নং ১ এর উপর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ কর্মচারীর উপর বিরাট পক্ষপাত সৃষ্টি করেছে এবং তা ছাড়াও, শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ একটি অ-কথ্য আদেশ দিয়েছেন যা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে –

আপিলের সময়, স্থগিত: তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার বিষয়ে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, যদি একমত না হন তদন্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের সাথে, তার মতবিরোধের কারণগুলি রেকর্ড করার এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে প্রথমেই অপরাধীর কাছে তার ব্যাখ্যা চাওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল - সুতরাং, আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি এবং এটি বিবাদীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতার কারণ হয়েছিল এবং এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন ছিল - যতদূর অভিযোগ নং ১ এর ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ডকৃত অপরাধের সিদ্ধান্তের বিষয়টি সম্পর্কিত, তাকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এটিকে ন্যায্য বলে গণ্য করা যায় না - যদি

অভিযোগ নং ১ বিবাদীর বিরুদ্ধে আরোপিত অন্যান্য অভিযোগ (চার্জ নং ২-৭) থেকে পৃথকযোগ্য যা তদন্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে - যদি বরখাস্তের আদেশ শুধুমাত্র ১ এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে হত, তাহলে আদালতের পক্ষে বরখাস্তের আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করা সম্ভব হত তবে অভিযোগ নং ২-৭ এর ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদনে অপরাধের সন্ধান রেকর্ড করা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ/আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিশ্চিত করা হস্তক্ষেপের জন্য দায়ী ছিল না এবং সেই ফলাফলগুলি গুরুতর অপরাধের অপরাধ প্রতিষ্ঠা করে।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা: সিদ্ধান্ত ঃ – সাংবিধানিক আদালতের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন, সিদ্ধান্তের যোগ্যতা নয় – এটি প্রয়োগের ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য, উপসংহারের ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য নয়।

ভারতের সংবিধান: অণুচ্ছেদ ২২৬, ১৩৬ - শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা - সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ বা অনুচ্ছেদ ১৩৬ এর অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগের সময়, সাংবিধানিক আদালত বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলে হস্তক্ষেপ করবে না, যদি না কোনও অপকর্ম বা বিকৃতির ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ, যেখানে কোনও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য কোনও প্রমাণ নেই বা যেখানে কোনও সিদ্ধান্ত এমন যে কোনও ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে কাজ করে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য কিছু প্রমাণ থাকে, ততক্ষণ একই বিষয়টি বহাল রাখতে হবে।

পরিষেবা আইনঃ বিভাগীয় তদন্ত-এটা সত্য যে বিভাগীয় তদন্ত কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রমাণের কঠোর নিয়ম প্রযোজ্য নয়-তবে, আইনের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল যে অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্যই এমন প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যার উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠতার সাথে কাজ করা একজন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি অপরাধী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্বকে সমর্থন করে এমন একটি অনুসন্ধানে পৌঁছাতে পারে।

ব্যাঙ্ক/ব্যাঙ্কিংঃ ব্যাঙ্ক পরিষেবা-তহবিলের অপব্যবহার-চাকরি থেকে বরখাস্ত-ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় পরম নিষ্ঠা, সততা এবং সততা প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর জন্য একটি অনিবার্য শর্ত-এর জন্য কর্মচারীকে ভাল আচরণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং আমানতকারী ও গ্রাহকদের অর্থের লেনদেন করতে হবে এবং যদি তা পালন না করা হয়, তাহলে জনসাধারণ/আমানতকারীদের আস্থা হ্রাস পাবে-এই অতিরিক্ত কারণে, হাইকোর্ট সেই উত্তরদাতাকে বরখাস্ত করার আদেশ বাতিল করতে ভুল করেছে যার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৫৩

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১. ভারতীয় সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২২৬, অনুচ্ছেদ ৩২ অথবা অনুচ্ছেদ ১৩৬ এর অধীনে সাংবিধানিক আদালত কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগীয়/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা আইনের ত্রুটি বা পদ্ধতিগত ত্রুটি সংশোধনের সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ, যা প্রকাশ্য অবিচার বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে এবং এটি আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলার রায় দেওয়ার মতো নয়। আদালত/ট্রাইব্যুনাল অপরাধীর বিরুদ্ধে পরিচালিত কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি এটি, কোনওভাবে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় বা তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করে বা যেখানে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত যদি কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে না হয়। যদি উপসংহার বা সিদ্ধান্ত এমন হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও পৌঁছাতে পারতেন না বা যেখানে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা উপনীত প্রমাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত বিকৃত হয় বা রেকর্ডের মুখে পেটেন্ট ত্রুটির শিকার হয় বা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে না হয়, তাহলে একটি সার্টিওরারি রিট জারি করা যেতে পারে।[অনুচ্ছেদ ২৩,২৫] [৭০-ই; ৭১-সি-ই]

তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম টি.ভি. ভেনুগোপালন (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি. ৩০২: [১৯৯৪] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৪১১; তামিলনাড়ু সরকার. এবং আরেকটি বনাম এ. রাজাপাণ্ডিয়ান (১৯৯৫) ১ এস. সি. সি. ২১৬: [১৯৯৪] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৭০৭; বি. সি. চতুর্বেদী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদারস (১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি. ৭৪৯: [১৯৯৫] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৬৪৪; হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ লিমিটেড বনাম মহেশ দাহিয়া (২০১৭) ১ এস. সি. সি. ৭৬৮: [২০১৬] ৯ এস. সি. আর. ৮৭৯; প্রবীণ কুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদারস (২০২০) ৯ এস. সি. সি. ৪৭১-এর উপর নির্ভরশীল।

উড়িষ্যা রাজ্য ও অন্যান্য বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্রা এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ৭৭৯: [১৯৬৩] সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৪৮; পি. ডি. আগরওয়াল বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৭৭৬: [২০০৬] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪৫৪-উল্লিখিত।

২. এটা সুনিশ্চিত যে, যেখানে তদন্ত কর্মকর্তা শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নন, সেখানে তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী

কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ ফলাফলের সাথে একমত হতে পারেন বা নাও হতে পারেন। মতবিরোধের ক্ষেত্রে, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে মতবিরোধের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অপরাধীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, যদি রেকর্ডে উপলব্ধ প্রমাণ এই ধরনের অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে তিনি তার নিজস্ব ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে পারবেন, অন্যথায় মামলাটি আরও তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করতে পারবেন। [অনুচ্ছেদ ২৭] [৭১-জি-এইচ; ৭২-এ]

৩. এটি সত্য যে বিভাগীয় তদন্ত কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রমাণের কঠোর নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তবে, আইনের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্যই এমন প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যার ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠতার সাথে কাজ করা একজন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি অপরাধী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্বকে সমর্থন করে এমন একটি অনুসন্ধানে পৌঁছাতে পারে। এটি সত্য যে নিছক অনুমান বা অনুমান বিভাগীয় তদন্ত কার্যধারাতেও অপরাধের অনুসন্ধানকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৭২-বি-সি]

৪. যদি তদন্ত কর্মকর্তার রেকর্ড করা তথ্যের সাথে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ একমত না হন, তাহলে তাদের অসম্মতির কারণ লিপিবদ্ধ করা এবং অপরাধীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে প্রথমেই তার ব্যাখ্যা চাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল এবং নিঃসন্দেহে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি এবং এটি বিবাদীর উপর পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেছে। অভিযোগ নং ১ এর ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ড করা অপরাধের প্রমাণ তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ন্যায্য বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু অভিযোগ নং ১ যার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার রেকর্ড করা তথ্য শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে, তা বিবাদীর বিরুদ্ধে আরোপিত অন্যান্য অভিযোগ (চার্জ নং ২-৭) থেকে পৃথক, যা তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে দাখিল করা লিখিত প্রতিবেদনে বিবাদীর উত্থাপিত আপত্তি পূরণের পরে শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৫] [৭৩-জি-এইচ; ৭৪-এ-সি]

৫. যদি বরখাস্তের আদেশ শুধুমাত্র ১ নম্বর অভিযোগের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে করা হত, তাহলে আদালতের পক্ষে বরখাস্তের আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করা সম্ভব হত, কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদনে অভিযোগ

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৫৫

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব

নং ২-৭ এর উল্লেখ করে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার এবং শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত হওয়ার কারণে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না এবং এই ফলাফলগুলি গুরুতর অপরাধের অপরাধ প্রতিষ্ঠা করে যা উচ্চ আদালত কর্তৃক বিবাদী কর্মচারীর উপর প্রদত্ত বরখাস্তের শাস্তির আদেশে হস্তক্ষেপ করার সময় করা একটি স্পষ্ট ত্রুটি ছিল। [অনুচ্ছেদ ৩৬] [৭৪-সি-ই]

উড়িষ্যা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্রা এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ৭৭৯: [১৯৬৩] সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৪৮-অনুসরণ করা হয়েছে।

বিনি লিমিটেড বনাম শ্রমিক (১৯৭২) ৩ এস. সি. সি ৮০৬: [১৯৭২] ৩ এস. সি. আর ৫১৮; সাওয়ার্ন সিং এবং আরেকটি বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য ১৯৭৬ এ. আই. আর এস. সি ২৩২-এর উপর নির্ভর করেছিল।

৬. ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর জন্য পরম নিষ্ঠা, সততা এবং সততা অপরিহার্য। এর জন্য কর্মচারীকে ভাল আচরণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় এবং আমানতকারী ও গ্রাহকদের অর্থের লেনদেন করতে হয় এবং যদি তা পালন না করা হয়, তাহলে জনসাধারণ/আমানতকারীদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। এই অতিরিক্ত কারণে, হাইকোর্ট বিভাগীয় আবেদনে নিশ্চিত করা উত্তরদাতাকে বরখাস্ত করার আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট ত্রুটি করেছে। [অনুচ্ছেদ ৪৩] [৭৭-এ-সি]

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৬৩] সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৪৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০০৬] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪৫৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৯৪] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪১১	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ২৩
[১৯৯৪] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭০৭	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ২৩
[১৯৯৫] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৪৪	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৬] ৯ এস. সি. আর ৮৭৯	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ২৪
(২০২০) ৯ এস. সি. সি ৪৭১	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ২৪
[১৯৬৩] সম্পূরক এস. সি. আর ৬৪৮	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ৩৭
[১৯৭২]৩ এস. সি. আর ৫১৮	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ৩৮
এ. আই. আর ১৯৭৬ এস. সি ২৩২	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ৩৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং. ১৭-১৮।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ১৩.০৯.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ২০১৮ সালের ৪৭৯ নম্বর বিশেষ আপিল এবং ৩৫৭ নম্বর বিশেষ আপিলের রায়।

আর বসন্ত, সঞ্জয় কাপুর, সুশ্রী মেঘা কামওয়াল, অরবিন্দ কুমার শুক্লা, সঞ্জয় কুমার মিশ্র, নিহাল আহমেদ, সুশ্রী অশ্বথী এম. কে., উপস্থিত পক্ষের আইনজীবীরা।

রাস্তোগি, **বিচারপতি** দ্বারা আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল।

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২০১৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরের রায় ও আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে, আবেদনকারী ব্যাঙ্কের অনুরোধে তাৎক্ষণিক আপিলগুলি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৩. এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে, আবেদনকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৫৫-এর অধীনে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ১৯৮১ সালের ৭ই ডিসেম্বর এলাহাবাদের মমফোর্ডগঞ্জ শাখায় ক্যাশিয়ার/ক্লার্ক হিসাবে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। দায়িত্ব পালনকালে তাঁর দ্বারা একটি অসদাচরণ সংঘটিত হয়েছিল যার জন্য তাঁকে প্রথমে ১৪ই আগস্ট, ১৯৯৫-এর আদেশে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং পরে ১১ই এপ্রিল, ১৯৯৬-এর চার্জশিটে ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় করা তহবিলের অপব্যবহারের সাতটি অভিযোগের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।

৪. এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে, যে শাখায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন সেখানে তাঁর বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জাল ক্রেডিট দিয়ে ব্যাঙ্কের অর্থের অপব্যবহারের জন্য, তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৪২০,৪৬৭,৪৬৮,৪৭১ ধারা, আইপিসি-র ১২০-খ ধারা এবং দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮-এর ধারা ১৩ (১) (ঘ) সহ পঠিত ১৩ (২) ধারায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

৫. ১৯৯৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখের চার্জশিট দাখিলের পর, বিবাদী অপরাধী ৮ মে, ১৯৯৬ তারিখে তার উত্তর দাখিল করেন এবং সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। এরপর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের অ্যাওয়ার্ড কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য দ্বিপক্ষীয় নিষ্পত্তির শর্তে তদন্ত পরিচালনার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বিবাদী শৃঙ্খলামূলক তদন্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের অ্যাওয়ার্ড কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য দ্বিপক্ষীয় নিষ্পত্তির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনার পর তদন্ত কর্মকর্তা ২২ মে, ১৯৯৯ তারিখে শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষের কাছে তার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগ নং ১ প্রমাণিত হয়নি বলে অভিহিত করেন, একই সাথে তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগ নং ২ থেকে ৭ বহাল রাখেন।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৫৭

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

১৯৯৯ সালের ২২শে মে তারিখে তদন্ত আধিকারিক তাঁর রিপোর্টে লক্ষ্য করেন যে, অভিযুক্ত অপরাধী তদন্ত চলাকালীন বলেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপক্ষের নথি সম্পর্কে কিছু বলতে চান না বা উপস্থাপক আধিকারিককে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান না এবং তাঁর অ্যাকাউন্টে কাল্পনিক ক্রেডিট সম্পর্কে প্রতিরক্ষায় তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করার জন্য কোনও ডকুমেন্টারি প্রমাণ উপস্থাপন করেননি যা ব্যাঙ্কের তহবিলের অপব্যবহারের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এবং সত্যটি রয়ে গেছে যে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত অভিযোগ ব্যাঙ্ক দ্বারা যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ডকুমেন্টারি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ছিল।

৬. যে নথির উপর তদন্ত কর্মকর্তা নির্ভরশীল ছিলেন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিস্তারিত আলোচনার পর অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ধার্য করেছিলেন তার সাথে অভিযোগের উদ্ধৃতাংশ এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

অভিযোগ/চার্জ নং ১:

১৬.০২.১৯৯৪ তারিখে, শ্রী আই.এস. ভার্মার (একজন অ্যাকাউন্টধারী) সঞ্চয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ১২২১৫ থেকে ১,০৯,৬০০/- টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল এবং ৮৯,৬০০/- টাকার আংশিক পরিমাণ অ্যাকাউন্টধারীর সম্মতি ছাড়াই তার চলতি অ্যাকাউন্ট নং পি-৫১-এ জমা হয়েছিল।

উপরোক্ত অভিযোগ/অভিযোগ প্রমাণের জন্য, উপস্থাপক কর্মকর্তা নিম্নলিখিত নথিগুলি উপস্থাপন করেছেন:-

পেক্স-১

শ্রী আই.এস. ভার্মার সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ১২২১৫ সম্পর্কিত ১৬.০২.১৯৯৪ তারিখের ১,০৯,৬০০.০০ টাকার ডেবিট ভাউচার।

পেক্স-২

শ্রী শ্রীবাস্তব (ই.পি.এ.)-এর চলতি হিসাব নং পি-১৫ সম্পর্কিত ১৬.০২.১৯৯৪ তারিখের ৮৯,৬০০ টাকার চলতি হিসাব ক্রেডিট ভাউচার।

পেক্স-৩

চলতি হিসাব নং পি-৫১ এর লেজার শিট।

অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

অভিযোগ/চার্জ নং ২:

২৫.০৩.১৯৯৪ তারিখে, শ্রী শ্রীবাস্তব ব্যাংকের কিছু কর্মীর সাথে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং সেই অনুযায়ী শাখা

ক্লিয়ারিং জেনারেল অ্যাকাউন্টে তফসিল নং ৪ এর মাধ্যমে ৪,৮৭,৩০০ টাকার জাল ডেবিট তৈরি করা হয় এবং এই পরিমাণটি প্রথমে শ্রী কে.সি. মিগলানির অনুকূলে সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪৭-এ পোস্ট করা হয়। পরবর্তীতে ২৫.০৩.১৯৯৪ এবং ০৪.০৪.১৯৯৪ তারিখে কিস্তিতে এই পরিমাণ উত্তোলন করা হয় এবং উপরোক্ত তারিখগুলিতে তার চলতি অ্যাকাউন্ট নং পি-১৫-এ জমার মাধ্যমে ৮৯,১৫০ এবং ১০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

উপরোক্ত অভিযোগ/অভিযোগ প্রমাণের জন্য, উপস্থাপক কর্মকর্তা নিম্নলিখিত নথিপত্র উপস্থাপন করেছেন:

পেক্স-৪:

শাখা ক্লিয়ারিং জেনারেল অ্যাকাউন্টের সময়সূচী নং ৪ তারিখ ২৫.০৩.১৯৯৪, ৪,৮৭,৩০০ টাকা।

পেক্স-৫:

শ্রী কে.সি. মিংলানির সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪৭ সম্পর্কিত ২৫.০৩.১৯৯৪ তারিখের ৪,৮৭,৩০০ টাকার সেভিংস ব্যাংক ক্রেডিট ভাউচার।

পেক্স-৬:

শ্রী কে.সি. মিগলানির সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪৭ সম্পর্কিত ২৫.০৩.১৯৯৪ তারিখের ২,৩৬,৫৫০ টাকার ডেবিট ভাউচার।

পেক্স-৭:

শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তবের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং P-৫১ সম্পর্কিত 2৫.০৩.১৯৯৪ তারিখের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ভাউচার ৮৯,১৫০ টাকার।

পেক্স-৮: শ্রী কে.সি. মিগলানির সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪৭ সম্পর্কিত ২,৪০,৭৫০ টাকার ডেবিট ভাউচার, ০৪.০৪.১৯৯৪ তারিখের।

পেক্স-৯

শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তবের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং P-৫১ সম্পর্কিত ০৪.০৪.১৯৯৪ তারিখের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ভাউচারটি ১০৬০০ টাকার, আসলে ভাউচারটি ১০০০০ টাকার।

পেক্স-১০

০৪.০৪.১৯৯৪ তারিখের চলতি হিসাব দিবস বই।

পেক্স-১১

শ্রী অজয় কুমার০ শ্রীবাস্তবের চলতি হিসাব নং পি-১৫ এর খাতাপত্র। অভিযোগ প্রমাণিত।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৫৯

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

অভিযোগ/অভিযোগ নং ৩:

২২.০৯.১৯৯৪ তারিখে, শ্রী শ্রীবাস্তব শাখার কিছু কর্মীর সাথে ষড়যন্ত্র করে ব্যাংককে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে এবং সেই অনুযায়ী শাখার সঞ্চয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৫,০০,০০০/- টাকার জাল ডেবিট তোলা হয় এবং উপরোক্ত অর্থের মধ্যে ২,০০,০০০/- টাকা তার চলতি অ্যাকাউন্ট নং P-৫১-এ জমার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়।

উপরোক্ত অভিযোগ/অভিযোগ প্রমাণের জন্য, উপস্থাপক কর্মকর্তা নিম্নলিখিত নথিপত্র উপস্থাপন করেছেন:

পেক্স-১২ - সেভিংস ব্যাঙ্ক দিনের বুক তারিখ ২২.০৯.১৯৯৪

পেক্স-১৩-বর্তমান এ/সি দিনের বই তারিখ ২২.০৯.১৯৯৪

পেক্স-১৪- শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তব সম্পর্কিত বর্তমান এ/সেন্ট নম্বর, পি-৫১-এর লেজার শীট।

চার্জ প্রমাণিত হয়।

অভিযোগ/চার্জ নং ৪:

৩০.১২.১৯৯৪ তারিখে, শ্রী শ্রীবাস্তব ব্যাংকের সাথে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে শাখার কিছু কর্মীর সাথে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং সেই অনুযায়ী শাখার চলতি অ্যাকাউন্টে ৫,৩০,০০০ টাকার জাল ডেবিট তোলা হয় এবং উপরোক্ত পরিমাণের মধ্যে ২,৫০,০০০.০০ টাকা এবং ২৫,০০০ টাকা তিনি তার চলতি অ্যাকাউন্ট নং পি-৫১ এবং সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ১১০৬৮-এ শ্রীমতি রশ্মি শ্রীবাস্তবের (তার স্ত্রী) নামে জমা দিয়ে আত্মসাৎ করেন।

উপরোক্ত অভিযোগ/অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, উপস্থাপক কর্মকর্তা নিম্নলিখিত নথিগুলি উপস্থাপন করেন:

পেক্স-১৫ – ৩০.১২.১৯৯৪ তারিখের ৫,৩০,০০০/- টাকার ডেবিট ভাউচার, যা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট লেজার নং ২ সম্পর্কিত।

পেক্স-১৬ – ৩০.১২.১৯৯৪ তারিখের কারেন্ট এ/সি দিনের বই।

পেক্স-১৭ – ৩০.১২.১৯৯৪ তারিখের ২৫,০০০/- টাকার সেভিং ব্যাংক ক্রেডিট ভাউচার, যা শ্রীমতি রশ্মি শ্রীবাস্তবের সেভিং ব্যাংক এ/সি নং ১১০৬৮ সম্পর্কিত।

পেক্স-১৮ – শ্রীমতি রশ্মি শ্রীবাস্তবের সেভিং ব্যাংক এ/সি নং ১১০৬৮-এর লেজার শীট (পৃষ্ঠা নং ৭০/১৬)।

অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

অভিযোগ/অভিযোগ নং ৫:

৩০.০৫.১৯৯৫ তারিখে, শ্রী শ্রীবাস্তব প্রতারণামূলকভাবে শ্রীমতি রশ্মি শ্রীবাস্তবের (তার স্ত্রী) এস.বি. এ.সি. নং ১১০৬৮-এ ২,৩০,০০০ টাকার একটি জাল ডেবিট উত্থাপন করেন যেখানে কোনো ক্রেডিট ব্যালেন্স উপলব্ধ ছিল না এবং ব্যাংককে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে উপরের পরিমাণ দিয়ে তার বর্তমান অ্যাকাউন্ট নং পি-৫১-এ জমা করেন।

উপরোক্ত অভিযোগ/অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, উপস্থাপক কর্মকর্তা নিম্নলিখিত নথিগুলি উপস্থাপন করেনঃ

পেক্স-১৮ – সেভিং ব্যাংক এ/সি নং ১১০৬৮-এর লেজার শীট।

পেক্স-১৯ – ৩০.০৫.১৯৯৫ তারিখের ২,৩০,০০০/- টাকার ডেবিট ভাউচার, যা শ্রীমতি রশ্মি শ্রীবাস্তবের সেভিং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ১১০৬৮ সম্পর্কিত।

পেক্স-২০ – ৩০.০৫.১৯৯৫ তারিখের ২,৩০,০০০/- টাকার কারেন্ট এ/সি ক্রেডিট ভাউচার, যা শ্রীমতি শ্রীবাস্তবের কারেন্ট এ/সি নং পি-৫১ সম্পর্কিত।

পেক্স-২১ – ৩০.০৫.১৯৯৫ তারিখের সেভিং ব্যাংক দিনের বই।

অভিযোগ/চার্জ নং ৬:

৩১.০৫.১৯৯৫ তারিখে, শ্রী শ্রীবাস্তব প্রতারণামূলকভাবে শ্রীমতি রশ্মি শ্রীবাস্তবের (তার স্ত্রী) এস.বি. এ/সি নং ১১০৬৮-এ ৩,৬০,০০০ টাকার একটি জাল ডেবিট উত্থাপন করেন যেখানে কোনো ক্রেডিট ব্যালেন্স উপলব্ধ ছিল না এবং ব্যাংককে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে এর অংশ পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা তার বর্তমান অ্যাকাউন্ট নং পি-৫১-এ জমা করেন।

উপরোক্ত অভিযোগ/অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, উপস্থাপক কর্মকর্তা নিম্নলিখিত নথিগুলি উপস্থাপন করেন:

পেক্স-২২ – ৩১.০৫.১৯৯৫ তারিখের ৩,০০,০০০/- টাকার কারেন্ট এ/সি ক্রেডিট ভাউচার, যা শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তবের কারেন্ট এ/সি নং পি-৫১ সম্পর্কিত।

পেক্স-২৩ – সেভিং ব্যাংক এ/সি নং ১১০৬৮ সম্পর্কিত লেজার শীট।

পেক্স-২৪ – কারেন্ট এ/সি নং পি-৫১ সম্পর্কিত লেজার শীট।

পেক্স-২৫ – ৩১.০৫.১৯৯৫ তারিখের সেভিং ব্যাংক দিনের বই।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৬১

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

পেক্স-২৬ – ৩১.০৫.১৯৯৫ তারিখের কারেন্ট এ/সি দিনের বই।

অভিযোগ প্রমাণিত।

অভিযোগ/অভিযোগ নং ৭:

২০.১০.১৯৯৩ তারিখে, শ্রী শ্রীবাস্তব ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই শাখার একজন অ্যাকাউন্ট ধারক শ্রী কে.সি. মিগলানি এস.বি. অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪৭ থেকে ৩৫,০০০.০০ টাকা ধার করেছিলেন।

উপরোক্ত অভিযোগ/অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, উপস্থাপক কর্মকর্তা নিম্নলিখিত নথিগুলি উপস্থাপন করেন:

পেক্স-২৫এ – ২৯.১০.১৯৯৩ তারিখের চেকের নং ৭৭৫১৫৭-এর ফটোকপি ৩৫,০০০/- টাকার জন্য।

পেক্স-২৬এ – ২৯.১০.১৯৯৩ তারিখের ৩৫,০০০/- টাকার সেভিং ব্যাংক ক্রেডিট ভাউচার অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪৭ সম্পর্কিত।

পেক্স-২৭ – ২০.১০.১৯৯৩ তারিখের ৩৫,০০০/- টাকার ডেবিট ভাউচার, যা শ্রী কে.সি. মিগলানির সেভিং ব্যাংক এ/সি নং ৭৫৪৭ সম্পর্কিত।

পেক্স-২৮ – ২০.১০.১৯৯৩ তারিখের ৩৫,০০০/- টাকার কারেন্ট এ/সি ক্রেডিট ভাউচার, যা শ্রী অজয় কুমারের কারেন্ট এ/সি নং পি-৫১ সম্পর্কিত।

চার্জ প্রমাণিত হয়।

৭. তদন্তের বিস্তারিত প্রতিবেদনের অনুলিপি উপলব্ধ হওয়ার পর, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্তের প্রতিবেদনটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রমাণিত চার্জ নং ২-৭ এর সাথে একমত পোষণ করে, চার্জ নং ১ হিসাবে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত ফলাফলের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং তার মতবিরোধের কারণ উল্লেখ করে, অভিযোগ নং ১ প্রমাণিত বলে ধরে এবং ২৯শে জুন, ১৯৯৯ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি, তদন্তের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তার মতবিরোধের (চার্জ নং ১ এর জন্য) প্রাথমিক মতামতের সাথে বিবাদীকে তার লিখিত ব্যাখ্যা দাখিল করে।

৮. ২৯শে জুন, ১৯৯৯ তারিখে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের করা যোগাযোগের প্রেক্ষিতে বিবাদী এই জবাব দাখিল করেছেন, যেখানে অভিযোগ নং ১ অনুসারে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ড করা মতবিরোধের নোটের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে। একই সাথে, অন্যান্য অভিযোগ নং ২ থেকে ৭ এর প্রেক্ষিতে, যা প্রমাণিত এবং প্রাথমিকভাবে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বলে বিবেচিত হয়েছিল,

তদন্তের সময় কোনও পক্ষপাত বা খণ্ডনের ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাতের বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি, অথবা শৃঙ্খলামূলক তদন্ত পরিচালনায় নির্ধারিত পদ্ধতির কোনও লঙ্ঘন বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি, কোনও তথ্যচিত্র/মৌখিক প্রমাণ সমর্থন না করে সাধারণ প্রকৃতির অস্পষ্ট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এবং বিবাদীর একটি আপত্তি ছিল যে যখন কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় এবং সিবিআই কর্তৃক বিচারাধীন বিচার/তদন্ত এবং বিচারাধীন ফৌজদারি মামলায় তার বিরুদ্ধে তদন্ত/বিচারের ফলাফলের অপেক্ষা না করে বিভাগীয় তদন্তের সমাপ্তি তার প্রতি বিরাট পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে।

৯. কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে বিবাদী পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট আপত্তি উত্থাপন না করা সত্ত্বেও, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্তের রেকর্ড পুনর্বিবেচনা করেছে, তদন্ত প্রতিবেদন সহ, বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফল নিশ্চিত করার সময়, ২৯শে জুন, ১৯৯৯ তারিখের যোগাযোগে তিনি যে প্রাথমিক মতামত প্রকাশ করেছেন তা নিশ্চিত করেছে এবং শাস্ত্রী পুরস্কারের অনুচ্ছেদ ৫২১(৫)(ক) এবং দেশাই পুরস্কারের অনুচ্ছেদ ১৮, ২৮ অনুসারে, যা ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ ফেডারেশনের মধ্যে দ্বাদশ দ্বিপক্ষীয় নিষ্পত্তি দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, ২৪শে জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের আদেশ দ্বারা চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি নিশ্চিত করেছে।

১০. বিবাদী তার চাকরি থেকে বরখাস্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আপিল করেছিলেন। বিবাদীর আপিলের সামান্য পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে যে এটি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে উত্থাপিত সাধারণ আপত্তির প্রতিফলন মাত্র। আপিলের কোনও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই যে তদন্ত কর্মকর্তা শৃঙ্খলামূলক তদন্ত পরিচালনায় কী পদ্ধতিগত ত্রুটি করেছেন, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেছেন, তদন্ত চলাকালীন তার প্রতি কোনও পক্ষপাত সৃষ্টি করেছেন, অথবা কোনও গোপন কারণে পক্ষপাত বা কুৎসা রটনা করেছেন, এবং অভিযোগ নং ২-৭ এর বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি, সাধারণ আপত্তি ছাড়া যা কোনও ভিত্তি ছাড়াই অস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।

১১. আপিল কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় আপিলটি পরীক্ষা করে এবং তদন্তের রেকর্ডটি লক্ষ্য করে, আপিল কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করে যে বিবাদীর উত্থাপিত অভিযোগগুলি এতটাই অস্পষ্ট যে

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৬৩

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের অনুচ্ছেদ ২ থেকে প্রতিফলিত কোনও সমর্থনযোগ্য ভিত্তি ছাড়াই। তদন্তের রেকর্ডটি পর্যালোচনা করার পরে এবং বিবাদীর আপিলের অপরাধীর দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগের প্রকৃতি লক্ষ্য করার পরে, আপিল কর্তৃপক্ষ অনুচ্ছেদ ৩(i) থেকে (viii) পর্যন্ত প্রতিফলিত আদেশে কারণগুলি নির্ধারণ করে এবং অবশেষে আপিলের কোনও যোগ্যতা নেই এবং শাস্তি তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে ধরে, বরখাস্তের শাস্তি নিশ্চিত করে যা বিবাদীর অনুরোধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের সামনে দায়ের করা একটি রিট আবেদনে চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল।

১২. হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক যদিও একটি বিস্তারিত রায় দিয়েছেন কিন্তু পুরো বিষয়টি ছিল চার্জ নং ১-এর উপর, যা তদন্ত কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে প্রমাণ করতে পারেননি, কিন্তু শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তাদের মতবিরোধের নোট লিপিবদ্ধ করেছেন যা হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারকের মতে, ব্যাপক পক্ষপাত সৃষ্টি করেছে এবং তা ছাড়াও, শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ একটি অকথ্য আদেশ দিয়েছেন যা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে এবং বিজ্ঞ একক বিচারকের প্রকাশিত মতামত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের তার অপ্রকাশিত রায়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে, যা আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জের বিষয়।

১৩. যুক্তিতর্ক চলাকালীন, এটি আমাদের নজরে আনা হয়েছিল যে ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ আইপিসি ধারা ১২০-খ আইপিসি এবং ১৩(২) ধারা ১৩(১)(ঘ) এর সাথে পড়া ধারা ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ এর অধীনে অপরাধের জন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারি মামলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৩(১)(ঘ) এর সাথে পঠিত, কর্মচারী এবং কর্মচারী ১৯৮-এর ধারা ১২০-খ ধারার সাথে পঠিত হয়েছিল। ৩১শে মে, ২০১৯ তারিখের একটি রায়ের মাধ্যমে বিশেষ বিচারক, সিবিআই কোর্ট নং ১, লখনউ-এর বিজ্ঞ আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং জরিমানা সহ দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছে এবং অকৃতকার্য হলে তিন মাসের কারাদন্ড ভোগ করতে হবে।

১৪. আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে তদন্তের সময় বিবাদীকে শুনানির ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং বিবাদীর ক্ষেত্রে কখনও এমনটি ঘটেনি যে শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধি অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি অথবা তদন্তটি আইন অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়নি অথবা তদন্ত কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে যে ফলাফল বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত হয়েছেন তা রেকর্ডে থাকা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় অথবা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন হয়েছে। এর অভাবে, বিবাদীর উত্থাপিত আবেদনটি যুক্তিসঙ্গত নয় যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বিনা যুক্তিতে একটি অ-কথ্য আদেশ জারি করেছেন।

মনের প্রয়োগ ছাড়া অ-ভাষী ক্রমের যোগ্যতার অভাব রয়েছে এবং রেকর্ডের উপাদান থেকে প্রমাণিত হয় না।

১৫. বিপরীতে, তদন্ত কর্মকর্তা তার বিস্তারিত প্রতিবেদনে দোষী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নং ২-৭ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রাথমিক মতামত প্রকাশ করে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আপাতদৃষ্টিতে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিবাদীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানের পর এবং তার লিখিত উত্তর বিবেচনা করে, উত্থাপিত তথাকথিত আপত্তিগুলি মোকাবেলা করে, রেকর্ডে থাকা নথি দ্বারা সমর্থিত কারণগুলি উল্লেখ করে চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি বহাল রাখার ক্ষেত্রে তাদের আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করেছেন। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক এলপিএ-তে নিশ্চিত করা বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ আইনত অস্থায়ী।

১৬. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, চার্জ নং ১-এর ক্ষেত্রে, এটা সত্য যে তদন্ত কর্মকর্তা চার্জ নং ১ প্রমাণিত পাননি, কিন্তু শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তার মতবিরোধের কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রাথমিক মতামত প্রকাশ করার সময়, চার্জ নং ১-এর রেকর্ডকৃত মতবিরোধ নোটের একটি অনুলিপি, তদন্তের প্রতিবেদন সহ, অপরাধী কর্মচারীর উপর জারি করা হয়েছে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ডকৃত মতবিরোধ নোটের লিখিত উত্তরে অপরাধী বিবাদী কর্তৃক কোনও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়নি। এইভাবে, তাকে একটি ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং উড়িষ্যা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্র[১] মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল, যা এই আদালত পি.ডি. আগরওয়াল বনাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য[২] মামলায় আরও বিবেচনা করেছিল, বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে চার্জ নং ১-এর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ২-৭, যা তদন্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং শাস্তিমূলক/আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, বিবাদীকে বরখাস্তের শাস্তি বহাল রাখার ক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক বিবাদীর উপর প্রদত্ত শাস্তির আদেশে হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং এই আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

১৭. বিপরীতে, বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আপত্তিকর রায়কে সমর্থন করে দাখিল করেছেন যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তার প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তার লিপিবদ্ধ তথ্য পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং স্বাধীনভাবে তদন্তের রেকর্ড পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং

---

[১]এআইআর ১৯৬৩ এসসি ৭৭৯

[২]২০০৬(৮) এসসিসি ৭৭৬

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৬৫

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

বিবাদীর উত্থাপিত লিখিত আপত্তি দ্রুত প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যথাযথ বুদ্ধি প্রয়োগ না করে কথা না বলে আদেশ দিয়ে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি দিয়েছেন, যা আপত্তিকর রায়ে হাইকোর্টের দ্বারা যথাযথভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

১৮. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, যখন তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ নং ১ প্রমাণিত না পান এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ তথ্যের সাথে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বিমত থাকে, তখন প্রথমেই একটি দ্বিমতের নোট জারি করা উচিত ছিল, যাতে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং তারপরেই আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে তদন্তের রেকর্ড পরীক্ষা করার সুযোগ থাকে এবং অভিযোগ নং ১ এর ক্ষেত্রে বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা কেবল একটি পদ্ধতিগত ত্রুটিই ছিল না বরং বিবাদীর প্রতি একটি বিরাট পক্ষপাত ছিল এবং এই ত্রুটিটি সিদ্ধান্ত-পরবর্তী শুনানির মাধ্যমে দূর করা যেত না, যা হাইকোর্ট যথাযথভাবে বহাল রেখেছে এবং এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৯. আমরা পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছি এবং তাদের সহায়তায় রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

২০. শুরুতেই, এটা লক্ষ করা যায় যে তদন্ত কর্মকর্তা তার তদন্ত প্রতিবেদনে লক্ষ্য করেছেন যে বিবাদী অপরাধী আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও নথি বা সাক্ষী উপস্থাপন করেননি। একই সাথে, তিনি কখনও তার পছন্দের প্রতিনিধি দ্বারা তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ করেননি। তদন্ত চলাকালীন তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি প্রসিকিউশনের নথি সম্পর্কে কিছু বলতে চান না বা তিনি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান না। উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার দ্বারা উপস্থাপিত নথি, উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার সংক্ষিপ্তসার, প্রতিরক্ষা এবং বিবাদী কর্মচারীর জমা দেওয়া তথ্য সহ তদন্তের রেকর্ডটি নোট করে, তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগ নং ১ থেকে ৭ পরীক্ষা করেন এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণের পরে, প্রতিটি অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত তার সিদ্ধান্ত পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং অভিযোগ নং ১ প্রমাণিত হয়নি বলে মনে করেন, একই সাথে রেকর্ডে স্থাপিত নথি প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ নং ২-৭ প্রমাণিত হয়।

২১. তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর, শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ তদন্তের রেকর্ড পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছে চার্জশিট, চার্জশিটের উত্তর, তদন্ত কার্যক্রম, ২২শে মে, ১৯৯৯ তারিখের তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধান, উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার সংক্ষিপ্তসার, আসামী পক্ষের (বিবাদী অপরাধী) সংক্ষিপ্তসার এবং উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার দ্বারা নির্ভরযোগ্য পেক্স-১ থেকে পেক্স-২৮ প্রদর্শিত

২৮টি নথি এবং বিবাদী কর্মচারীর লিখিত দাখিল নোট গ্রহণ করে, যথাযথ মন প্রয়োগের পর তদন্ত কর্মকর্তার দ্বারা তার প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ তথ্যের অনুসন্ধানকে সমর্থন করে তার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে, যার মধ্যে চার্জ নং ১ এর প্রমাণের ক্ষেত্রে দ্বিমতের নোট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৪শে জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের আদেশ দ্বারা জরিমানা আদেশ নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত বিস্তারিত কারণগুলি নিম্নরূপ:-

"অর্ডার

স্টাফঃ রায়

শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তব, ক্লার্ক

ডিসপ্লিনারি অ্যাকশন

আমার সামনে ১৫ জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের দাখিলকৃত দাখিলপত্র/কারণ দর্শানোর নোটিশ পেশ করা হল, যা বর্তমানে দরিয়াগঞ্জ শাখায় নিযুক্ত শ্রী এ.কে. শ্রীবাস্তব, ক্যাশিয়ার-কাম-ক্লার্ক, যিনি বরখাস্তের অধীনে রয়েছেন, ২৯.৬.১৯৯৯ তারিখের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অস্থায়ী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছে। এই আদেশে মামফোর্ডগঞ্জ শাখায় জালিয়াতিমূলক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত গুরুতর অসদাচরণের জন্য তাকে নোটিশ ছাড়াই বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যার ফলে ব্যাংক জনসাধারণের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পাশাপাশি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে শ্রী শ্রীবাস্তবের বরখাস্তের সময়কালকে বরখাস্ত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং ইতিমধ্যে প্রদত্ত জীবিকা নির্বাহ ভাতা ব্যতীত কোনও বেতন এবং ভাতা তাকে প্রদেয় হবে না। ১১.৪.১৯৯৬ তারিখের চার্জশিটে উল্লেখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং তাকে উপরোক্ত শাস্তির বিরুদ্ধে যদি কোন বক্তব্য থাকে, তা জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তবে তার অনুরোধে ১৫ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল, অন্যথায় মনে করা হবে যে এই বিষয়ে তার কিছু জমা দেওয়ার নেই এবং তাকে আর কোনও উল্লেখ ছাড়াই চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হবে।

২. শ্রী এ.কে. শ্রীবাস্তব দাখিল করেছেন যে তদন্ত কর্মকর্তার তথ্যের ভিত্তিতে তার মতামত না জেনেই ২৯.৬.১৯৯৯ তারিখে বরখাস্তের আপাতত আদেশ জারি করা অত্যন্ত বেআইনি। তাঁর মতে, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন অবশ্যই তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল, যদি থাকে, তবে তা চাওয়ার জন্য, যা করা হয়নি। প্রস্তাবিত শাস্তি চূড়ান্ত করার আগে অভিযুক্ত কর্মচারীদের কাছে

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৬৭

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য ব্যাংকে এমন কোনও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এই বিষয়ে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে তিনি ব্যাংকের ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি অনুসারে কেন প্রস্তাবিত শাস্তি আরোপ করা উচিত নয় সে বিষয়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন।

৩. তার অভিযোগ যে, প্রসিকিউশনের নথিপত্র তাকে আগে দেওয়া হয়নি, যা তাকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে কারণ তথ্যের ভিত্তিতে নয় কারণ তদন্তের সময় সমস্ত নথিপত্র তাকে পর্যালোচনা/মন্তব্যের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল। দিনের কার্যক্রম শেষ হওয়ার দিনই তদন্ত কার্যধারার কপি তাকে দেওয়া হয়েছিল এবং অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। তদন্ত কার্যধারার ১৬ এবং ১৭ পৃষ্ঠা পর্যালোচনা করে স্পষ্ট যে তদন্ত কর্মকর্তা শ্রী শ্রীবাস্তবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি প্রসিকিউশনের নথিপত্র সম্পর্কে কিছু বলতে চান কিনা, যার উত্তর তিনি নেতিবাচকভাবে দিয়েছিলেন, তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রসিকিউশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়ার জন্য তার প্রতিরক্ষা প্রতিবেদন জমা দেবেন। একইভাবে তদন্ত কর্মকর্তা ইতিমধ্যেই ১০.১১.১৯৯৮ তারিখের তার চিঠিতে শ্রী শ্রীবাস্তবের উত্থাপিত বিষয়গুলি স্পষ্ট করেছেন যা আমি স্পষ্ট এবং সন্তোষজনক বলে মনে করেছি।

৪. ১৫.৭.১৯৯৯ তারিখে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে 'কারণ দেখাও নোটিশ' হিসেবে পাঠানো তাঁর জমা দেওয়া অন্যান্য বিষয়গুলি নিবিড় তদন্তের পর অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছিল ২.১১.১৯৯৭ তারিখে এবং তদন্তের সময় শ্রী শ্রীবাস্তব কোনও সাক্ষী/আত্মপক্ষের প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাননি এমন কোনও নথিপত্রও জিজ্ঞাসা করেননি, যা ১২.৫.১৯৯৮ তারিখে শেষ হওয়া পর্যন্ত ছিল। যাইহোক, যখন তিনি চলে যান যে তদন্তের কার্যধারা অনুসারে প্রসিকিউশন যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছে যা ব্যাংকের সাথে প্রতারণার ষড়যন্ত্রে তার জড়িত থাকার প্রমাণ দেবে, তখন তিনি ব্যাংকের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা শুরু করেন যাতে তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হয়।

৫. আমি তদন্ত প্রতিবেদন, তার ১০.১১.১৯৯৮ এবং ১৫.১২.১৯৯৮ তারিখের চিঠি সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র আবার পর্যালোচনা করেছি এবং তদন্ত পুনরায় খোলার কোনও যুক্তি খুঁজে পাইনি কারণ শ্রী শ্রীবাস্তবকে ইতিমধ্যেই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবিত শাস্তি তার বিরুদ্ধে আরোপিত এবং প্রমাণিত অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা অস্থায়ীভাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, আমি ২৯.৬.১৯৯৯ তারিখের আমার অস্থায়ী আদেশটি নিশ্চিত করছি যে শাস্ত্রী পুরস্কারের অনুচ্ছেদ ৫২১(৫)(ক) এবং দেশাই পুরস্কারের অনুচ্ছেদ ১৮,২৮ অনুসারে

শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তবকে নোটিশ ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়েছে, যা ১৪.২.১৯৯৫ তারিখের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ ফেডারেশনের মধ্যে করা দ্বাদশ দ্বিপক্ষীয় নিষ্পত্তি দ্বারা সংশোধিত হয়েছে। আমি আরও আদেশ দিচ্ছি যে শ্রী শ্রীবাস্তবের স্থগিত সময়কালকে স্থগিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং ইতিমধ্যে প্রদত্ত জীবিকা ভাতা ব্যতীত অন্য কোনও বেতন এবং ভাতা তাকে প্রদেয় হবে না।

আদেশ সেই অনুযায়ী।

এসডি/-

সহকারি. সাধারণ ব্যবস্থাপক (IV)

বিচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব,

তারিখঃ ২৪এ জুলাই, ১৯৯৯ "

২২. বিবাদী কর্মচারীর করা বিভাগীয় আপিলটি আপিল কর্তৃপক্ষ পুনর্বিবেচনা করে এবং আপত্তিগুলি নোট করে, আপিল কর্তৃপক্ষ ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের আদেশে পৃথকভাবে সমস্ত আপিল নিষ্পত্তি করেছে, যার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হল: -

"৩. আপিলকারীর উপরোক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করার জন্য, আমি অভিযোগপত্র, অভিযুক্ত কর্মচারীর দাখিল করা চার্জশিটের জবাব, তদন্ত কার্যক্রম, তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধান, ২৯শে জুন, ১৯৯৯ তারিখের অস্থায়ী আদেশ, ২৪শে জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের চূড়ান্ত আদেশ, তার চাকরির তালিকা এবং মামলার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পর্যালোচনা করেছি। আমার মতামত নিম্নরূপ:-

i) উপরোক্ত হিসাবে শ্রীবাস্তবের উত্থাপিত প্রায় সমস্ত বিষয়ই তদন্ত আধিকারিকের উত্তরে এবং ২৪এ জুলাই, ১৯৯ তারিখের চূড়ান্ত আদেশে যথাযথভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি বেশ যুক্তিসঙ্গত এবং আমি তাতে সন্তুষ্ট। তাঁকে নিজেকে রক্ষা করার পুরো সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং তদন্ত পুনরায় শুরু করার কোনও ভিত্তি ছিল না। চার্জশিটে থাকা অভিযোগগুলি অস্পষ্ট ছিল না, যেমনটি তিনি অভিযোগ করেছিলেন এবং একটি ছাড়া সমস্ত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

ii) শ্রী শ্রীবাস্তবের এই যুক্তি যে তদন্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদার উপরে হওয়া উচিত, যে কর্মকর্তা চার্জশিট জারি করেছেন, তা সঠিক নয়। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা তদন্ত

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৬৯

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

কর্মকর্তার পদমর্যাদার উপরে হওয়া উচিত, যাকে তিনি তার পক্ষে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করেছেন।

iii) যদি পুলিশ/তদন্তকারী সংস্থা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা না দেয় এবং সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি রায় দেয় তবে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই।

iv) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ মুলতুবি থাকা বরখাস্তের মামলাগুলি পর্যালোচনা করে এবং পর্যালোচনার পরে যে কোনও বরখাস্ত কর্মচারীকে পুনর্বহাল করার আদেশ দিতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যথেষ্ট গুরুতর না হওয়ায় দুই কর্মচারীকে পুনর্বহাল করা হয়েছিল।

v) দ্বৈত মান এবং বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ সঠিক নয় কারণ সমস্ত দোষী কর্মচারী/আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত আধিকারিকের প্রতিবেদন এবং কর্মচারীদের অসৎ/সৎ আচরণের যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু কর্মচারীর উপর সম্পূরক চার্জশিট জারি করা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে আগের চার্জশিটের ভিত্তিতে জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

vi) কোনও চার্জশিটভুক্ত কর্মচারীকে তাদের পরিষেবা নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিতাদেশের সময়কালের অর্থ প্রদান করা হয়নি এবং কাউকেই বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি।

vii) আবেদনকারী ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন যে তিনি তার অতিরিক্ত অঙ্কিত চলতি অ্যাকাউন্টকে নিয়মিত করার জন্য কোনও প্রকৃত নগদ/স্থানান্তর লেনদেন ছাড়াই ভাউচার নিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং জালিয়াতি করে নেওয়া অর্থ আংশিকভাবে জালিয়াতি লেনদেনের অপরাধ থেকে তাকে অব্যাহতি দিতে পারবেন না এবং কেউই তাকে বরখাস্তের চেয়ে কম জরিমানার প্রতিশ্রুতি দেননি।

viii) তার চিঠি/প্রতিবেদনের উত্তর না দেওয়া, যা গার্হস্থ্য তদন্তে বিলম্ব এবং ফলস্বরূপ শাস্তির উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, তাকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তদন্ত শুরু হয়েছিল ৩০.১১.১৯৯৭ তারিখে এবং তিনি নিজেই তার মামলার পক্ষে ছিলেন যখন অভিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীরা প্রতিরক্ষা প্রতিনিধি বেছে নিয়েছিলেন। মনে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার মামলার পক্ষে কোনও প্রতিনিধি পেতে পারেননি। ১২.৫.১৯৯৮ তারিখে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনও নথিপত্র চাননি বা কোনও সাক্ষী/প্রতিরক্ষা প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাননি।

যখন তিনি অনুভব করলেন যে তদন্ত কার্যক্রম অনুসারে প্রসিকিউশন যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছে যা ব্যাংককে প্রতারণার ষড়যন্ত্রে তার জড়িত থাকার প্রমাণ দেবে, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করার জন্য ব্যাংকের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ স্থাপন শুরু করেন।

৪. অতএব, শ্রী শ্রীবাস্তব তার আপিলের মাধ্যমে যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন তার কোনও ভিত্তি নেই। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত অভিযোগের বিপরীতে প্রমাণিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপিলকারীর যুক্তি যথাযথ নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে যত্ন সহকারে বিবেচনা করার পর, আমার মনে হয় যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ নোটিশ ছাড়াই বরখাস্তের শাস্তি প্রদান এবং শ্রী শ্রীবাস্তবের অতিবাহিত সময়কালকে স্থগিত হিসাবে বিবেচনা করা এবং তাকে ইতিমধ্যে প্রদত্ত জীবনযাপন ভাতা ব্যতীত কোনও বেতন ও ভাতা প্রদান না করা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত। অতএব, আমি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশ বহাল রাখি।

সেই অনুযায়ী আদেশ।"

২৩. ভারতীয় সংবিধানের ধারা ২২৬, ধারা ৩২ অথবা ধারা ১৩৬ এর অধীনে সাংবিধানিক আদালত কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগীয়/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা শৃঙ্খলামূলক তদন্তের ক্ষেত্রে বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা আইনের ত্রুটি বা পদ্ধতিগত ত্রুটি সংশোধনের সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ যা প্রকাশ্য অবিচার বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে এবং এটি একটি আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলার রায় দেওয়ার মতো নয় যা পূর্বে তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম টিভি ভেনুগোপালান[৩] এবং পরে টি.এন. সরকার এবং আরেকটি বনাম এ. রাজাপান্ডিয়ান[৪] এবং বি.সি. চতুর্বেদী বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য[৫] মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা আরও পরীক্ষা করা হয়েছে যেখানে এটি নিম্নরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে: -

১৩. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তথ্যের একমাত্র বিচারক। যেখানে আপিল পেশ করা হয়, সেখানে আপিল কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্য বা শাস্তির প্রকৃতি পুনর্বিবেচনার ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। একটি শৃঙ্খলা তদন্তে, আইনি প্রমাণের কঠোর প্রমাণ এবং সেই প্রমাণের ফলাফল প্রাসঙ্গিক নয়। প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা

---

[৩]১৯৯৪ (৬) এস. সি. সি. ৩০২

[৪]১৯৯৫ (১) এস. সি. সি. ২১৬

[৫]১৯৯৫ (৬) এস. সি. সি ৭৪৯

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৭১

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

ভারত সরকার বনাম এইচ. সি. গোয়েল [(১৯৬৪) ৪ এস. সি. আর ৭১৮] মামলায় এই আদালত ৭২৮ নং পৃষ্ঠায় রায় দিয়েছে যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানো প্রমাণ বিবেচনা করে যদি সিদ্ধান্তটি বিকৃত হয় বা রেকর্ডের সামনে পেটেন্ট ত্রুটিতে ভুগতে থাকে বা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে না হয়, তবে একটি শংসাপত্রের রিট জারি করা যেতে পারে।

২৪, হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড লিমিটেড বনাম মহেশ দাহিয়া মামলায় এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তে এবং সম্প্রতি প্রবীণ কুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া[৬] এবং অন্যান্য[৭] মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করেছে।

২৫. এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয় যে, সাংবিধানিক আদালতের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন, সিদ্ধান্তের গুণাগুণ নয়। এটি আচরণে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এবং সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নয়। আদালত/ট্রাইব্যুনাল অপরাধীর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি এটি কোনওভাবেই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় বা তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করে বা যেখানে কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ উপসংহার বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। যদি উপসংহার বা অনুসন্ধান এমন হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও সেখানে পৌঁছাতে পারতেন না যেখানে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা পৌঁছানো প্রমাণ বিবেচনা করার পরে সিদ্ধান্তগুলি বিকৃত হয় বা রেকর্ডের মুখে পেটেন্ট ত্রুটির শিকার হয় বা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, তবে একটি সার্টিওরারি রিট জারি করা যেতে পারে। সংক্ষেপে, বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগটি প্রকৃত বিষয় হিসাবে কর্তৃত্বের সিদ্ধান্তের সঠিকতা বা যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষার জন্য প্রসারিত করা যাবে না।

২৬. সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কথিত অসদাচরণের জন্য যখন শৃঙ্খলামূলক তদন্ত পরিচালিত হয়, তখন আদালতকে পরীক্ষা করে নির্ধারণ করতে হবেঃ (i) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল কিনা; (ii) প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মগুলি মেনে চলা হয়েছে কিনা; (iii) ফলাফল বা সিদ্ধান্তগুলি কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং কর্তৃপক্ষের সত্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষমতা এবং এখতিয়ার রয়েছে কিনা।

২৭. এটা সুনিশ্চিত যে, যেখানে তদন্ত কর্মকর্তা শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নন, সেখানে তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ ফলাফলের সাথে একমত হতে পারেন বা নাও হতে পারেন। মতবিরোধের ক্ষেত্রে, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে মতবিরোধের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অপরাধীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর,

---

[৬]২০১৭ (১) এস. সি. সি ৭৬৮

[৭]২০২০ (৯) এস. সি. সি ৪৭১

যদি রেকর্ডে উপলব্ধ প্রমাণ এই ধরনের অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে তিনি তার নিজস্ব ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে পারবেন, অন্যথায় মামলাটি আরও তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করতে পারবেন।

২৮. এটা সত্য যে বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রমাণের কঠোর নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তবে, আইনের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এমন প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যার ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে কাজ করা একজন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি অপরাধী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্বকে সমর্থন করে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। এটা সত্য যে বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমেও কেবল অনুমান বা অনুমান দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না।

২৯. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ বা ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচারিক পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগের সময়, সাংবিধানিক আদালত বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলে হস্তক্ষেপ করবে না, যদি না কোনও অপকর্ম বা বিকৃতির ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ, যেখানে কোনও ফলাফলকে সমর্থন করার জন্য কোনও প্রমাণ নেই বা যেখানে কোনও ফলাফল এমন যে কোনও ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে কাজ করে সেই ফলাফলে পৌঁছাতে পারেনি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য কিছু প্রমাণ থাকে, ততক্ষণ একই বিষয়টি বহাল রাখতে হবে।

৩০. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সময়ে যে শাখায় (মমফোর্ডগঞ্জ শাখা) কর্মরত ছিলেন সেখানে তার বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জাল ক্রেডিট দিয়ে সরকারি তহবিলের অপব্যবহারের জন্য আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জারি করা হয়েছিল। সর্বমোট, তাঁর বিরুদ্ধে ৭টি গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ আনা হয়েছিল যা তিনি তাঁর সরকারী দায়িত্ব পালনের সময় করেছিলেন এবং উত্তরদাতার কাছে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি যথাযথভাবে মেনে চলার পরে, তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর প্রতিবেদনে উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তিগুলি মোকাবেলা করার সময় বিশেষভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তদন্ত প্রতিবেদনের বিবরণে ২২ পৃষ্ঠার নথি রয়েছে যা উপস্থাপক আধিকারিকের দ্বারা পেশ করা নথি সহ পেক্স-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ/অভিযোগগুলি প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে কোনও নথি বা সাক্ষীকে তার প্রতিরক্ষায় উপস্থাপন করেনি। আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, উত্তরদাতা তদন্ত চলাকালীন বলেছিলেন যে, তিনি প্রসিকিউশন নথি সম্পর্কে কিছু বলতে চান না বা উপস্থাপক কর্মকর্তাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান না এবং কখনও তাঁর পছন্দের প্রতিনিধিকে রক্ষা করার অনুমতি চাইতে অনুরোধ করেননি।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৭৩

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

৩১. বিভাগীয় তদন্ত শেষে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, উপস্থাপক কর্মকর্তা এবং প্রতিবাদী অপরাধীর জমা দেওয়া লিখিত নোট সহ, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তের রেকর্ডটি মার্শাল করেছিলেন এবং প্রতিটি অভিযোগের প্রসঙ্গে উপস্থাপক কর্মকর্তার দ্বারা উপস্থাপিত ডকুমেন্টারি প্রমাণের ভিত্তিতে হোল্ডিং চার্জ নং-এ একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করা হয়েছিল। প্রমাণিত হয়নি এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ২ থেকে ৭ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল।

৩২. পরে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এটি পুনর্বিবেচনা করে এবং ১ নং অভিযোগ সম্পর্কে মতবিরোধের নোট ছাড়াও, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা তার রিপোর্টে নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফল গ্রহণ করে। ২ থেকে ৭ পর্যন্ত এবং তার প্রাথমিক মতামতের সাথে, উত্তরদাতাকে তার ব্যাখ্যা জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় এবং শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে এবং তার লিখিত উত্তরে উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তিগুলি মোকাবেলা করার পরে তার সংক্ষিপ্ত কারণ প্রকাশ করে তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা রেকর্ড করা অনুসন্ধানটি বহাল রেখে তার প্রতিবেদনে এবং ২৪৮ জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে চাকরি থেকে বরখাস্তের জরিমানা দেওয়ার বিষয়ে তার মতামত নিশ্চিত করে এবং আপিল কর্তৃপক্ষও পরে আপিলটি অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে এবং কারণ নির্ধারণের পরে উত্তরদাতার উপর আরোপিত জরিমানার আদেশ বহাল রাখার ক্ষেত্রে সত্যের অনুসন্ধানটি নিশ্চিত করে।

৩৩. বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্টকে প্ররোচিত করার মূল কারণ দুটি। প্রথমত, অভিযোগ নং ১-এর পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মতবিরোধ নথিভুক্ত হওয়ার আগে, আসামী অপরাধীকে শুনানির ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং এটি তার প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়ত, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ/আপিল কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে শৃঙ্খলা তদন্তের রেকর্ড পরীক্ষা করেনি এবং যথাযথ বুদ্ধি প্রয়োগ না করে একটি অ-ভাষী আদেশ পাস করেছে এবং এটি যা অভিযুক্ত অপরাধীর উপর আরোপিত জরিমানা বাতিল করার ক্ষেত্রে বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্টের উপর প্রাধান্য পেয়েছিল।

৩৪. অভিযোগ নং ১-এর ক্ষেত্রে বিবাদীর বিরুদ্ধে দ্বিমত পোষণের নোট জারি না করার বিষয়ে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল, তা থেকে এই আদালত এই যুক্তি পেতে পারে যে তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর, যদি তদন্ত কর্মকর্তার রেকর্ড করা তথ্যের সাথে একমত না হন, তাহলে তার দ্বিমত পোষণের কারণগুলি রেকর্ড করার এবং অপরাধীর দোষ রেকর্ড করার আগে প্রথমেই তার ব্যাখ্যা চাওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল এবং নিঃসন্দেহে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি

অনুসরণ করা হয়নি এবং এটি বিবাদীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেছে। আমরা বিবেচনা করছি যে অভিযোগ নং ১-এর ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ড করা অপরাধের প্রমাণের ক্ষেত্রে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলে গণ্য করা যাবে না।

৩৫. কিন্তু এটি আমাদের আর আটকে রাখতে পারে না কারণ অভিযোগ নং ১, যার বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিপিবদ্ধ ফলাফল শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে, তা বিবাদীর বিরুদ্ধে আরোপিত অন্যান্য অভিযোগ (চার্জ নং ২-৭) থেকে পৃথকযোগ্য, যা তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে দাখিল করা লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণে বিবাদীর উত্থাপিত আপত্তি পূরণের পরে শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩৬. যদি বরখাস্তের আদেশ চার্জ নং-এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে করা হয়। শুধুমাত্র ১ নম্বর ধারায়, আদালতের পক্ষে বরখাস্তের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করা সম্ভব হত, কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তার অভিযোগ নং ২-৭-এর রেফারেন্সে তার প্রতিবেদনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার এবং শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত হওয়ার কারণে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না এবং এই অনুসন্ধানগুলি গুরুতর অপরাধের অপরাধ প্রতিষ্ঠা করে, যা আমাদের মতে, উচ্চ আদালত কর্তৃক বিবাদী কর্মচারীর উপর প্রদত্ত বরখাস্তের শাস্তির আদেশে হস্তক্ষেপ করার সময় একটি স্পষ্ট ত্রুটি ছিল।

৩৭. উড়িষ্যা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্রা (উপরে) মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় দ্বারা এটি সমর্থিত যেখানে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

"৯. হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, চার্জ (১) এবং চার্জ (২) এর (গ) এবং (ঘ) শীর্ষক সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রমাণ রয়েছে। চার্জ ১(খ) এর ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল বিবাদীকে খালাস দিয়েছে এবং রাজ্যপালের বিবেচনার যোগ্য হয়নি। চার্জ ১(ক) এবং ১(ঙ) এর ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দৃষ্টিতে "প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম পালন করা হয়নি"। ট্রাইব্যুনালের সুপারিশ নিঃসন্দেহে চার্জ ১(ক), ১(ঙ), ১(গ), ১(ঘ) এবং চার্জ (২) এর উপর তার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি। হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে চার্জ (১) এর অধীনে দুটি মামলার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা সম্ভব নয়, কারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় ট্রাইব্যুনাল প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। তাই হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, উড়িষ্যা রাজ্য সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, "ওই অভিযোগের ভিত্তিতে, বরখাস্তের শাস্তি বহাল রাখা উচিত, নাকি কম শাস্তি যথেষ্ট হবে"।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৭৫

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

আমাদের বিবেচনা করার দরকার নেই যে হাইকোর্টের রায় সঠিক ছিল কিনা যে চার্জ ১(ক) এবং ১(ই) সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তগুলি তার দ্বারা নির্ধারিত কারণে বিকৃত করা হয়েছিল, কারণ আমাদের রায়ে সরকারকে শাস্তির প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার হাইকোর্টের আদেশ, যে কারণে আমরা বর্তমানে উল্লেখ করব, তা বহাল রাখা যাবে না। যদি বরখাস্তের আদেশ শুধুমাত্র চার্জ ১(ক) এবং ১(ই) সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে করা হত, তাহলে আদালতের বরখাস্তের আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করার এখতিয়ার থাকত, কিন্তু যখন প্রথম অভিযোগের পাঁচটি প্রধান এবং দ্বিতীয় অভিযোগের দুটির সাথে সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট কর্তৃক হস্তক্ষেপের যোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হয় এবং সেই ফলাফলগুলি প্রতিষ্ঠিত করে যে বিবাদী প্রাথমিকভাবে গুরুতর অপরাধের জন্য দোষী ছিলেন, তখন আমাদের মতে হাইকোর্টের উড়িষ্যার রাজ্যপালকে বরখাস্তের আদেশ পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার কোনও ক্ষমতা ছিল না..."

৩৮. এটি এই আদালত দ্বারা বিনি লিমিটেড বনাম শ্রমিক[৮] মামলায় আরও বিবেচনা করা হয়েছিলঃ-

"..এটা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে আদালতের এমন ধারণা করা উচিত ছিল না যে জেনারেল ম্যানেজার কেবল দ্বিতীয় অভিযোগের ভিত্তিতে বরখাস্তের শাস্তি প্রদান করতেন এবং ফলস্বরূপ শাস্তি বহাল রাখা উচিত নয় যদি এটি ধরা হয় যে দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে এটি আরোপ করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি অস্থায়ী ছিল। উড়িষ্যা রাজ্য বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্র [এআইআর ১৯৬৩ এসসি ৭৭৯] মামলার রায়ের পর এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে ধারা ৩১১ এর অধীনে তদন্তের আদেশ যদি কোনও উল্লেখযোগ্য অপকর্মের ভিত্তিতে সমর্থন করা যায় যার জন্য আইনত শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, তবে আদালতের বিবেচনা করা উচিত নয় যে কেবল সেই ভিত্তিটিই প্রশ্নবিদ্ধ শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সাথে ওজন করত কিনা। আমাদের মতে, এই নীতিটি এই মামলার তথ্যের সাথে প্রযোজ্য হতে পারে না। যদিও তদন্ত কর্মকর্তা বাস্তবে দেখেছেন যে বিবাদী গুদাম মালিকের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেছেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেননি যে একক অনুষ্ঠানে এই শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজটি বরখাস্তের আদেশ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল...।"

---

[৮]১৯৭২(৩) এস. সি. সি ৮০৬

৩৯. আবার, সাওয়ার্ন সিং এবং অন্য বনাম, পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য[৯] মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

১৯. এই বিবেচনায়, কমিশনারের আদেশে কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ঘাটতি বা উল্লেখ আপিল বা পুনর্বিবেচনার পর্যায়ে মামলার মেধার উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি। এই প্রস্তাবের জন্য কর্তৃত্ব রয়েছে যে, যেখানে একটি দেশীয় ট্রাইব্যুনালের আদেশে বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু প্রাসঙ্গিক এবং বিদ্যমান, এবং কিছু অপ্রাসঙ্গিক এবং অস্তিত্বহীন, সেখানে আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে কর্তৃপক্ষ প্রাসঙ্গিক এবং বিদ্যমান কারণের ভিত্তিতে আদেশটি জারি করত, এবং অপ্রাসঙ্গিক বা বিদ্যমান কারণ বাদ দেওয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারত না [দেখুন উড়িষ্যা রাজ্য বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্র [এআইআর ১৯৬৩ এসসি ৭৭৯]।

৪০. সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্টভাবে বলেছে যে, যে অভিযোগগুলি প্রমাণিত হওয়ার পরেও, জরিমানা আরোপের ন্যায্যতা প্রমাণ করার পরেও, আদালত তার বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।

৪১. যতদূর পর্যন্ত হাইকোর্টের উপর প্রবলভাবে বলা হয়েছে যে, শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি মনের প্রয়োগ ছাড়াই পাস করা একটি অ-ভাষী আদেশ ছিল, আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদান দ্বারা বাস্তবসম্মতভাবে সমর্থিত নয়।

৪২. মামলায়, শাস্তিমূলক/আপিল কর্তৃপক্ষের রায় প্রদানের কথা ছিল না, তবে ২৪শে জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের আদেশ প্রদানের সময়, শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ তদন্তের রেকর্ড, যার মধ্যে ২২শে মে, ১৯৯৯ তারিখের স্বয়ংসম্পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২৯শে জুন, ১৯৯৯ তারিখের তার প্রাথমিক মতামত অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা বিবাদী কর্মচারীকে উপলব্ধ করা হয়েছিল এবং অপরাধীর উত্থাপিত লিখিত আপত্তিগুলি শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান এবং পূরণ করার পরে, ২৪শে জুলাই, ১৯৯৯ তারিখের আদেশ দ্বারা দোষী সাব্যস্তকরণ এবং বরখাস্তকরণের শাস্তি বহাল রাখার জন্য তার সংক্ষিপ্ত কারণগুলি ব্যক্ত করেছিলেন। তা ছাড়া, বিবাদী অপরাধীর দ্বারা করা আপিল আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল যেমনটি অনুচ্ছেদ ৩(i) থেকে (viii) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রকাশিত হয়েছে যে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিবাদী কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার প্রতিবেদনে রেকর্ড করা অপরাধের সন্ধান বহাল রাখা হয়েছে, যা ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের আদেশ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বিস্তারিত আলোচনার পর, আমরা অক্ষম। হাইকোর্ট কর্তৃক তার বিতর্কিত রায়ের অধীনে রেকর্ড করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যা শৃঙ্খলা/আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলিকে বাতিল করে দেয়, যা বাতিল করার যোগ্য।

---

[৯]এ.আই.আর. ১৯৭৬ SC ২৩২

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যান্য বনাম ৭৭

অজয় কুমার শ্রীবাস্তব [অজয় রস্তগি, বিচারপতি]

৪৩. শেষ করার আগে, আমাদের জোর দিয়ে বলতে হবে যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর জন্য পরম নিষ্ঠা, সততা ও সততা অপরিহার্য। এর জন্য কর্মচারীকে ভালো আচরণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং আমানতকারী ও গ্রাহকদের অর্থ নিয়ে কাজ করতে হবে এবং যদি তা পালন না করা হয়, তা হলে জনসাধারণ/আমানতকারীদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। এই অতিরিক্ত কারণে, আমরা মনে করি যে ১৯৯৯ সালের ১৫ই নভেম্বর বিভাগীয় আপিলের মাধ্যমে ২৪শে জুলাই প্রত্যর্থীকে বরখাস্ত করার আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট একটি স্পষ্ট ত্রুটি করেছে।

৪৪. ফলস্বরূপ, আপিলগুলি সফল হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী অনুমোদিত হয় এবং ১৩এ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের হাইকোর্টের রায়টি এতদ্বারা বাতিল করা হয়। কোন খরচ নেই।

৪৫. মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta